আপ-টু-ডেট

শ্রীযামিনী মোহন কর, এম. এ.

আপ-টু-ডেট

(নাটিক)

শ্রীযামিনী মোহন কর, এম. এ.

ডি, এম, লাইব্রেরী
৪২নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রকাশক—
শ্রীগোপালদাস মজুমদার।
ডি, এম, লাইব্রেরী
৪২নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আষাঢ়,—১৩৫৩
২য় সংস্করণ

মূল্য—বার আনা

মুদ্রাপক : শ্রীপ্রবোধ ঘোষ
গোরাচাঁদ প্রেস
১৪, মদন মিত্র লেন কলিকাতা।

আপ-টু-ডেট

প্রথম দৃশ্য

স্থান—হেদো

[দু'জন কলেজের ছেলে বসে গল্প করছে। নাম প্রশান্ত ও বাসব। প্রশান্তের গায়ে খদ্দর। মাথায় গান্ধী ক্যাপ। বাসবের বাবরা কাটা চুল। সিল্কের পাঞ্জাবী। দেশী ধুতি। গায়ে চাদর ও পায়ে কাবুলি স্যাণ্ডেল। চোখে রিমলেশ চশমা।]

প্রশান্ত। তোর এখন ফিজিক্সের ক্লাস ছিল না, বাসব?

বাসব। হুঁ, যাইনি।

প্রশান্ত। আজ আমাদের বাঙলার অধ্যাপক বিনয় বাবুর ক্লাসে যা কাণ্ড হ'ল তা আর কি বলব।

বাসব। কি?

প্রশান্ত। জানিস তো লোকটা এমনিই অতি চালিয়াৎ, তার ওপর বিয়ে করে একেবারে ধরাকে সরা জ্ঞান করছেন। সেজেগুজে আসেন যেন জামাই বাবু। ক্লাসে যে ছেলেরাও পড়তে আসে তা যেন ওঁর মনেই থাকে না। মেয়েদের দিকে চেয়ে পড়ান। আজ তো একেবারে

আমাদের দিকে পিছন করে দাঁড়িয়ে পড়াচ্ছিলেন, এমন সময়—

[বাসব কৌতুহলী হয়ে প্রশান্তের পানে চাইল]

এমন সময় নটবর এক বিশ্রী চীৎকার করে উঠল। অধ্যাপক-মহাশয়ের যেন ধ্যান ভাঙলো। চমকে উঠলেন তিনি। ক্রুদ্ধ হলেন তারপর। বাঙলার মাষ্টার, কিন্তু খৈ ফোটাতে লাগলেন ইংরেজিতে। উঃ, কি ফ্লুয়েন্সি। বাঙালা বার্ক! ডিসিপ্লিনের অনেক উপদেশ বর্ষিত হল শ্রাবণধারার মত। অতঃপর 'কে অমন আওয়াজ করছিলে'—করলেন জিজ্ঞাসা। নটবর বল্লে—'আমি।'—'আমি!'—তিক্ত স্বরে খেঁকিয়ে উঠলেন গুরুমহাশয়। রেগে বল্লেন—'যাও আমার ক্লাস থেকে বেরিয়ে।' তাতে নটবর উত্তর দিলে—'ক্লাস থেকে কেন স্যার একেবারে কলেজ থেকেই চলে যাব। এ ডিসিপ্লিনের কলেজে চাই না থাকতে। যেখানে প্রোফেসাররা শুধু মেয়েদেরই পড়ান, আর ছেলেদের ডিসিপ্লিন্‌ড্ করেন, সে কলেজে আসছে জন্মে পড়তে আসব মেয়ে হয়ে।' বলেই হন হন করে চলে গেল। বিনয় বাবুর মুখ লজ্জায় অপমানে লাল হয়ে উঠল।

[এমন সময় দেখা গেল একটি মেয়ে বই হাতে সামনে দিয়ে চলে গেল। বাসব উঠে দাঁড়াল। সচকিত অনুসরণের ছন্দ তার আকস্মিক চাঞ্চল্যে। চলে যেতে উদ্যত হল।]

প্রশান্ত। যাও কোথায় ?

বাসব। প্রাকটিক্যাল ক্লাস আছে।

[উত্তরের অপেক্ষা না করে চলে গেল।

প্রশান্ত। যাও। প্র্যাক্টিক্যাল ক্লাস করগে ইন্ কিউপিড্স কলেজ। আমার যদি একটা গাড়ী থাকত—

[হঠাৎ জেদের সুরে]

না থাকুক গাড়ী। হেঁটেই ফলো করবো। ইট্ ইজ এ প্লেজার টু ফলো লভ।

[প্রস্থান

[অল্পক্ষণ পরে বন্ধুসহ রামসদয় বাবুর প্রবেশ]

[রামসদয় বাবুর কাঁচা পাকা চুল, গোঁফ ও দাড়ি। বয়স প্রায় পঞ্চাশ, মাথায় টাক। চোখে নিকেলের চশমা। একটু শীতকাতুরে। গলায় কম্ফটার, গায়ে র‍্যাপার। হাতে একটা মোটা লাঠি। মুখ দেখলেই মনে হয় মেজাজটা তিরিক্ষি।]

রাম। সমস্ত দিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনীর পর বাড়ী গিয়ে যে একটু জিরোবো তার উপায় নেই। গিন্নী তো সব সময়ই হয়ে আছে মারমুখী! বড় মানুষের মেয়ে! আরে, বাপ বড় মানুষ আছে তো আছে, তাতে আমার কি। তার ওপর ছেলে মেয়েদের ঘ্যান ঘ্যান প্যান প্যান। অসহ্য! (একটু থেমে) বড় ছেলেটাও মানুষ হবে বলে তো মনে হচ্ছে না। বছর বছর ফেল করছে আর

রাতদিন পদ্য লিখছে। বলি—'বাবা প্রেমু, একটু পড়াশুনো কর।' তা বলে—মানে, পদ্য করে বলে—'নিজের লেখা পড়াটা কি পড়া নয়!' অপদার্থ।

বন্ধু। কাকে বলছ? আমারও তো সেই অবস্থা। আমার পুত্রটিও তদ্রুপ। তবু ভালো তোমার স্ত্রী বড়লোকের মেয়ে, ঘরে থাকেন, দেখা শোনাও করেন। আমার স্ত্রী যে সংসারটী আমার ঘাড়ে ফেলে দিব্যি আরামে বাপের বাড়ী পড়ে থাকেন। অথচ তাঁর না আছে রূপ, না আছে গুণ, আর না দিয়েছেন তাঁর বাপ রূপেয়া। একবার আমার কথাটা ভাবছ।

রাম। (বসে) একটু বস।

বন্ধু। না ভাই, বাড়ী গিয়ে দেখি বামুন এসেছে কিনা? না হলে নিজেই রান্না করতে হবে।

[প্রস্থান

রাম। হরি হে তুমিই সহায়।

[বেঞ্চে বসে চোখ বুজোলেন।

[নন্দলাল বসুর প্রবেশ। হাতে ফোল্ডিং ব্যাগ। চোখে কালো ফ্রেমের চশমা। ব্যস্ত ভাব। এদিক ওদিক চেয়ে রাম সদয় বাবুকে দেখে—]

নন্দ। (স্বগত) একে গাঁথতে হবে। এন্ডাউমেণ্ট না হোল-লাইফ? দেখা যাক। বেশ শাঁসাল

মনে হচ্ছে। দেখতে গরীব হলে কি হবে বাবা, ভেতরে ভেতরে লাল হয়ে আছে। বর্ণচোরা আম! (কাছে এসে) শুনছেন মশাই, ও মশাই—

[নাড়া দিল]

রাম। (ঘুমের ঘোরে) যাও, যাও, বিরক্ত কোরোনা গিন্নী, ভাল হবে না বলছি—

নন্দ। ও মশাই, গিন্নী কোত্থেকে এল ?

রাম। (চোখ রগড়াতে রগড়াতে) কে হে তুমি—একটু বিশ্রাম করছি তা সহ্য হ'ল না। কানের কাছে ফ্যাচ ফ্যাচ। বলি, কি চাও হ্যা ?

নন্দ। আপনাকে বাঁচাতে এসেছি, প্রোটেকশন দিতে এসেছি।

রাম। কেন, তুমি বিধাতা পুরুষ নাকি ?

নন্দ। আপনি মৃত হ'লে আপনার বিধবা স্ত্রী, পুত্র কন্যা সব ভেসে যাবে, আমি তখন—

রাম। তুমি তখন তাদের উদ্ধার করবে। ফাজলামির আর জায়গা পাও নি—

নন্দ। ভেবে দেখুন, কল্পনা করুন, শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর। ছেলেরা না খেতে পেয়ে কাঁদছে, গৃহিণী,—আপনার অতি আদরের গৃহিণী, শোকে পাগল হয়ে গেছেন, ওহো! দেখতে পাচ্ছেন কি শোচনীয় পরিণাম—

রাম ভ্যালা জ্বালাতন দেখছি। বলি, মশায়ের মাথায় ছিট আছে নাকি ?

নন্দ। (আপনার তালে) সেই দিনের ভয়ঙ্করী মূর্তি ভাবলে প্রাণ শিহরে ওঠে! তাই আপনার উচিত যাতে আপনার স্ত্রী ও সন্তানগণ আপনার অনুপস্থিতিতে কষ্ট না পান তার চেষ্টা করা। অর্থাৎ কিনা আমার এই ইউনাইটেড লাইফ এসিওরেন্স কোম্পানীতে জীবনবীমা করা।

রাম। তা এত উপক্রমণিকা না ক'রে সোজা ব'ললেই তো হ'ত যে আপনি একজন দালাল।

নন্দ। আপনার বয়স কত? ধরুন ৰুটি। আপনি যদি হোল-লাইফ পলিসি নেন, তবে এক হাজারে আপনার প্রিমিয়ম পড়ছে গিয়ে ফর্টিওয়ান রুপিজ। আর যদি আপনি টোয়েন্টি ইয়াস´ এনডাউমেণ্ট নেন...তবে এক হাজার টাকা পিছু পড়বে গিয়ে ফর্টি´ এইট রুপিজ ফোর্টিন অ্যানাজ। ভেবে দেখুন এই ক'টা টাকায় আপনি সংস্থান করছেন ফিউচার জেনারেশনের জন্য একহাজার টাকা—

রাম। কেন মিছামিছি সময় নষ্ট করছেন। আমি ইন্সিওর করব না।

নন্দ। মিছামিছি! বলেন কি মশাই! জানেন 'দেশের লোকদের জন্য প্রাণপাত চেষ্টা করা' এই আমার জীবনের ব্রত। সকলে ইন্সিওর করলে দেশে অনাহারে মরা, ভিক্ষা করা, আত্মহত্যা, এসব দেখতে দেখতে কমে যাবে।

রাম। সবই বুঝলুম, কিন্তু আমার কাছে এসব বৃথা বলছেন।

নন্দ। আমাদের দেশে অভাব কিসের জানেন ?

রাম। অন্নবস্ত্রের।

নন্দ। না, না—অভাব হচ্ছে ব্রেনের। স্যর রবার্ট বর্ডেন বলেন 'যেমন মানুষকে বাঁচতে হলে হাওয়া জল খাদ্যের দরকার তেমনি তার ইন্সিওরেন্সের দরকার। জাতীয় উন্নতি ইন্সিওর না করলে হবে না।' এর ওপর আপনি আর কথাটি বলতে পারবেন না। এ বাঙালীর কথা নয়, সাহেবের কথা, একেবারে খাঁটী।

রাম। বার বার বলছি আমি ইন্সিওর করব না, কেন জ্বালাতন করছেন।

নন্দ। আপনাকে আমি আমাদের কোম্পানীর একটা স্পেশাল স্কীম দেখাচ্ছি, ফটি পার্সেণ্ট প্রভিডেন্ট স্কীম। খাসা জিনিষ। স্যর এন, আর, চক্রবর্ত্তী সেই স্কীম আমার কাছ থেকে শুনে' একেবারে ফিফটি থাউজণ্ডের ইন্সিওর করে ফেললেন। মশাই, ব্রেন যদি সকলের থাকত, আজ বাঙলা তবে স্বাধীন হয়ে পড়ত।

রাম। তাদের কাছেই যান মশাই, আমার কাছে কেন ? বলি, আর কোন কাজ কর্ম নেই কি ?

নন্দ। কাজ কর্ম নেই! প্লীজ ডোণ্ট ইনসাল্ট এ

প্র্যাকটিকাল ম্যান লাইক মী। জানেন আজ সমস্ত দিনে তিনটি কেস করেছি। সব সুদ্ধ প্রায় বিশ হাজার টাকার। এক মিনিট কি নিঃশ্বাস ফেলবার সময় আছে। এখুনি আবার অনারেবল মিষ্টার ঝুনঝুনওয়ালার কাছে যেতে হবে।

রাম। তাই যান মশাই, তাই যান—

নন্দ। (নোটবুক বার ক'রে) আপনার নামটা, বাড়ীর ঠিকানা—

রাম। গুরুপদ দাঁ, ২২।৩ সারপেণ্ট লাইন লেন।

নন্দ। আচ্ছা, কাল সকালে আসব। নমস্কার।

রাম। নমস্কার।

[নন্দর প্রস্থান।

রাম। আঃ বাঁচালে। মুস্কিল করেছে এই এজেণ্টের দল। এদের জ্বালায় বাঁচা দায়। অফিস থেকে খেটে খুটে গিন্নার ভয়ে এলুম একটু বিশ্রাম করতে, তাও ব্যাটারা দেবে না। কর্পোরেশন এদের জেলে দেয় না কেন? একটা মিথ্যা কথা বল্লুম, উপায় কি? সত্যিকারের বাড়ীর ঠিকানা দিলে, বাপ্।

[আরাম ক'রে চোখ বুজিয়ে ঠেসান দিয়ে বসলেন]

নলিনী সেনের প্রবেশ। চোখে উদাসভাব, কণ্ঠে গান, সঙ্গে তুড়ি বাজছে। চেহারা, কথা ও ভঙ্গী মেয়েলী।]

গগন দিয়ে যায় উড়ে যত চিল—
প্রাণের সুতায় দিই আমি তত ঢিল।

কোনো শ্রোতা পাচ্ছিনা যে গান শুনাই, অথচ গানগুলো পেটে গিজগিজ করছে। (রামসদয় বাবুকে দেখে) এই ঠিক হয়েছে, এঁকেই শুনাতে হবে। দেখেই মনে হচ্ছে সমঝদার। (কাছে গিয়ে) ঘুমাচ্ছেন ? তবে সেই গানটা গাই।

রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে চলে ময়লার গাড়ী রে।
উড়েরা দেয় রাস্তার কলের জল ছাড়ি' রে॥
কাক ডাকছে কা কা,
রোদ উঠেছে ঝাঁ ঝাঁ
এখনও তুমি ঘুমচ্ছ প্রিয়ে অন্যায় ভারী যে।
ওঠো তোমায় আদর করি নেড়ে দাড়ি হে॥

[রামসদয় বাবুর দাড়িতে হাত বুলোতে লাগল]

রাম। (চমকে উঠে) কে হে তুমি অসভ্য ছোকরা, দাড়িতে হাত দিচ্ছ ? নেশা টেশা করেছ নাকি ?

নলিনী। অনর্থক আমার প্রতি নিঠুর হ'চ্ছেন কেন ? আমি উজাড় ক'রে দিতে এসেছি আপনার পায়ে আমার গানের ঝুড়ি—

চরণে তোমার উজাড় ক'রে দেবগো আমি।
গানের ঝুড়ী, হে মোর প্রিয়, রব না থামি !
বলের মত ঠোকর দিয়ে
যদি তুমি চ'লে গিয়ে
কাঁদাও আমায়, তোমার পিছু নেব যে আমি॥

রাম। আঃ জ্বালালে দেখ্‌ছি। তোমার ঝুড়ি নিয়ে বিদায় হও বাবা।

নলিনী। বিদায়—

এখনও হয়নি নিশি ভোর,
এখনি বিদায় কোরো না মোরে মিনতি মোর—

প্রিয়ে, তোমার লাগি কত নিশি কাটিয়েছি জেগে।

রাম। ভদ্রতা জান না। এসেই তো দাড়িতে হাত দিলে. এখন আবার প্রিয়ে, প্রিয়ে। প্রিয়ে আবার কিসের ?

নলিনী। আপনি অভিমান করছেন আমার এই প্রিয়ে সম্বোধনে। বিশ্বজগৎকে করেছি আমি আমার প্রিয়া। এ প্রেম বাধা মানে না, যাকে পায় তাকেই ধরে আঁকড়ে।

রাম। পাগল! তোমায় তো তবে রাঁচার হাসপাতালে রাখা উচিত।

নলিনী। হাসপাতালের কথা বলবেন না। প্রেমের কথা বলুন।

কত নিশি জাগি বঁধু তোমারই লাগি ;
গেছে কত দিন তব দরশ মাগি' ॥
তুমি হেদোয় নাহি এসে
গিছলে চলে' কোথা ভেসে

আজ, এলে যদি বল তবে কেন বিরাগী
জানো নাকি আমি তব কত অনুরাগী—

রাম। আর অনুরাগ জানিয়ে কাজ নেই বাপু, তুমি এখান থেকে নড়বে কিনা বল ?

নলিনী। মোর অনুরাগে আপনি বিরাগ জানাচ্ছেন কেন ? আমার এ বুকভরা ভালবাসা তবে কি বৃথায় যাবে ? ওহো হো—

রাম। আ মোলো, আবার কাঁদে যে। মুস্কিল দেখ্‌ছি। ওহে কাঁদ কেন ? তোমার পায়ে ধরছি বাবা, উঠে পড়—

নলিনী।

আঁখি-জল নহে প্রিয়—এ আনন্দ-বারি।
চরণ ধরেছ মোর, আর কি থাকতে পারি॥
তোমার তরে পরাণ দেবো
আর তো ছেড়ে থাকবো নাকো
সাথে সাথে যাব আজি যেথা তব বাড়ী।

রাম। বাড়ী যাবে ! না, বড্ড বাড়ালে দেখছি। আজ একটু বিশ্রাম আর হ'ল না। কে জানে কার মুখ দেখে' উঠেছিলুম সকালে। এত তাড়াতাড়ি বাড়ী গিয়েও লাভ নেই। গিন্নীর মুখ ঝামটা আর ছেলেদের চ্যাঁ ভ্যাঁ ! মুখ ফিরিয়ে বসি !

(তথাকরণ)

নলিনী। মুখ ফিরিয়ে বসলেন, অভিমান করলেন ? আহা-হা হা—

প্রিয়ে ক'রোনা অভিমান
তোমার লাগি দিতে পারি ধন প্রান মান—

রাম। তাই দাও, প্রাণটাই দাও, মর, মর। এত লোক গাড়ী চাপা পড়ে—

নলিনী। একবার বলেন তো নতুন সুরে ভাসিয়ে দিই গানের তরী পাল তুলে' ?

রাম। আর ভাসিয়ে কাজ নেই, পাল চাপা দাও।

নলিনী।

এত মধুর তবু এত নিঠুর
মাথায় পড়েছে টাক আমার বঁধুর—

রাম। অসহ্য! তুমি না যাও আমিই চল্লুম—

[উঠে যাচ্ছেন, এমন সময় নলিনী জামা ধরে ফেল্লে]

নলিনী।

দিল টুটিয়ে, গুল ফুটিয়ে, চলে যাবে জান আমার ;
বাগ শুকালে, চলে গেলে, বুলবুলি আসে না আর ॥

আপনি যাবেন কেন, আমিই যাচ্ছি। বিরক্ত করলুম—ক্ষমা করবেন। আর এই অধীনকে সুবিধা মত স্মরণ করবেন। ধন্যবাদ।

[নলিনীর প্রস্থান।

রাম। পাগল, পাগল, বদ্ধ পাগল।

[গান গাহিতে গাহিতে একজন ভিখারীর প্রবেশ]

অন্ধ হইয়া ভাই, কতই কষ্ট পাই
কি আর জানাব, জানেন ভগবান।

বাবা, কিছু ভিক্ষে পাই বাবা—

[রামবাবু পকেটে হাত দিয়েই চমকে উঠলেন]

রাম। অ্যাঁ, ব্যাগ নেই যে। হায়, হায়, আজই বোনাসের সেই ব্যাটা টাকাগুলো পেয়েছিলাম। নিশ্চয়ই গাইয়ের কাজ। দেখি যদি খুঁজে বার করতে পারি—উঃ, সর্ব্বনাশ হয়ে গেল।

[দ্রুত প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—ইডেন গার্ডেন

[বেঞ্চের ওপর প্রেমময় এসে বসল। নেপথ্যের দিকে তার দৃষ্টি। দৃষ্টি উজ্জ্বল হলো। ফ্লোরা দাশগুপ্তা প্রবেশ করলো একটু পরেই। একেবারে হাল ফ্যাশানের হাতকাটা ব্লাউস, জর্জেট সাড়ী, পায়ে জরীর ষ্ট্রাপ স্যাণ্ডেল, হাতে রিষ্টওয়াচ, ভ্যানিটি ব্যাগ। প্রেমময়ের বেঞ্চের কাছে রুমাল ফেলে দিলে।]

প্রেমময়। (রুমালটা তুলে) আপনার রুমাল—

ফ্লোরা। (নিয়ে) ধন্যবাদ। প্রথম দিনের আলাপেও আপনি রুমাল তুলে দিয়েছিলেন।

প্রেম। মনে করিয়ে লজ্জা দেবেন না। দিতে পেরেছিলুম বলে আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমার জীবন সত্যি হ'ল সফল, আমি কৃতার্থ।

ফ্লোরা। (হেসে) আপনি কি বিনয়ী। কবিরাই এমন বিনয়ী হয়। নিশ্চয়ই আপনি কবি। (বসে) হাতে কি ওটা কবিতার খাতা?

প্রেম। (পেটে ক্ষিধে মুখে লাজ হাসি হেসে) হ্যাঁ,—কিন্তু নেহাৎ অযোগ্য—

ফ্লোরা। দু' একটা শোনান না।

প্রেম। শুনবেন? কিন্তু—আমি—

ফ্লোরা। বেশ,—আপত্তি থাকে শোনাবেন না।

প্রেম। আপত্তি! আপনি যে শুনতে চেয়েছেন, এ আমার পরম সৌভাগ্য। (পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে) শুনুন, এটা নদী তীরের বর্ণনা—

পশ্চিম আকাশ গেছে ফাগেতে রাঙিয়া
নীল নদী হয়ে গেছে লাল।
মৃদুল মধুর বহে বসন্তের হাওয়া
ভেসে যায় তরী তুলে পাল॥
কে তুমি বিজন ঘাটে?
আমার সময় কাটে
বিভ্রান্ত বিজনে।
হে রূপসী দয়াময়ী
যে যাতনা মর্ম্মে বহি
রহি রহি, তারে সঙ্গোপনে॥

চকিত পরশ দানি
অনন্ত হরষ হানি
করো রাণি, উদগ্র উতাল।
পশ্চিম আকাশ যবে
ফাগুনের ফাগোৎসবে
নীল থেকে হয়ে গেছে লাল॥
চাও ওগো ফিরে চাও
দুটি কথা কয়ে যাও—

তারপর ঠিক মেলাতে পারছি না। এটা মানস সুন্দরীকে লক্ষ্য করে লিখেছিলুম। বলতে বাধে, আপনাকে প্রথম যেদিন দেখি সেইদিনই এ হেন প্রেরণা পেয়েছিলুম। আজ আবার দেখা মিলেছে— শেষ চরণ শ্রীচরণে পড়বে লুটিয়ে। (একটু থেমে) আজ আপনাকে দেখে কবিতাটি আবার মনে পড়ল। মনে হচ্ছে মূর্ত হয়েছে যেন, মানস প্রতিমা মম, এ কঠিন ধরণীর বুকে।

ফ্লোরা। কি যে বলেন, যান।

প্রেম। আপনি একটা কিছু সাজেষ্ট করুন না।

ফ্লোরা। আচ্ছা, শেষ লাইনটা এ রকম হলে কেমন হয়?

প্রেম। কি রকম বলুন। জয়দেবের কলি পূর্ণ করেছিলেন স্বয়ং শ্রী ভগবান্ আর আমার কলি আজ পূর্ণ করবেন আপনি। এ সৌভাগ্য আমি কখন কল্পনাও করতে পারিনি।

ফ্লোরা। ধরুন যদি লেখা হয়—

"ওগো মোর মৃত সঞ্জীবনী"

প্রেম মধু, মধু, চমৎকার হয়েছে। (হঠাৎ থেমে গিয়ে, একটু চিন্তা করে) কিন্তু 'লালের' সঙ্গে তো মিললো না। লালের সঙ্গে চাল, ডাল, গাল, শাল মেলে, সঞ্জীবনী তো মিলছে না।······ তা না মিলুক। এটা আধুনিক কবিতা হ'ল। মাঝে অমিল রাখা কৃতিত্বের পরিচয়। 'ওগো মোর মৃত সঞ্জীবনী।' আপনার চরণে ইচ্ছে করছে ডালি দিতে আমার এত দিনকার সব সাধনা—

তোমার, এলো চুলের গন্ধ
মনে জাগায় ছন্দ
যা কিছু ছিল বন্ধ,
মুক্ত হইল আকাশে।
আমার, গোপন কথার মালা
গাঁথিয়া স্বহাতে বালা
সাজায়ে বরণ ডালা
ভাসিব ভাবের বাতাসে।

ফ্লোরা। আপনি শুধু কবি নন, প্রেমিকও।

প্রেম। প্রেম! ভালবাসা! জীবনে শুধু চাই আমি প্রেম বিতরণ করতে। প্রেম তো ঘরে রাখবার জিনিষ নয়, এ যে আলোর মত চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। আমি ভালবাসি আকাশ, বাতাস, জল,

পৃথিবীর সব—কিন্তু উতল প্রাণ, বসন্তের শিহরণে, বরষার বিরহ ধারায়, শরতের সবুজ আভায়, চায় নিজেকে বিলিয়ে দিতে তারি পায়ে, যারে মনে মনে শুধু ক'রে এসেছি পূজা, কিন্তু পাইনি কভু দেখা। আজ জগত উঠল হেসে, বাতাস গাইল গান, হৃদয় উঠল দুলে, মলয় গোপনে বলে—'সে যে এসেছে, সে যে এসেছে।' আপনার আগমন প্রাণের মধ্যে এনেছে নতুন ঢেউ।

ফ্লোরা। আপনার কবিত্ব অসাধারণ। আপনার সাহচর্য্যে আজ মনে হচ্ছে আমি যেন নতুন জীবন পেয়েছি।

প্রেম। (তন্ময় হয়ে) পাবে, পাবে। আরো পাবে। (খাতা খুলে কবিতা পাঠ)

ক্ষুধিত বাঘের মত তোমাকে পাবার
একটা হিংস্র বাসনা আমার মনে।
রক্তে বাজে শুধু তোমার সুর।
তুমি যেখানেই যাও
আমার চোখের দৃষ্টি
অন্তর্য্যামীর দৃষ্টির মত সেখানে গিয়ে পড়ে।
জীবনে নেমেছে সবুজ উদ্দাম বসন্ত।
মনের মধ্যে উঁকি মারে কামনার
কালকুট সাপ।
বিষে ভরা অথচ মখমলের মত নরম ও মসৃণ।
আমার আবেশ-স্তিমিত চোখে

তোমার আবির্ভাব হ'ল,
স্বপ্নের মত চোখ, নিটোল শুভ্র বুক
গোলাপের পাঁপড়ির মত রাঙা ঠোঁট,
গাল দুটি পাকা চেরীর মত টকটকে লাল।
তোমার অধরের পরশ আমাকে পুড়িয়ে দেবে!
মিলনের মধ্যেও থাকবে অশান্তি—
আলিঙ্গনে সহস্র বৃশ্চিক জ্বালা!

ফ্লোরা। চমৎকার!

প্রেম। আপনার নাম জানতে পারি কি? পূর্বের চকিত আলাপে নামটা জানা হয় নি।

ফ্লোরা। আমার নাম ফ্লোরা দাশগুপ্ত। আপনার?

প্রেম। আমার নাম প্রেমময় হালদার।

ফ্লোরা। প্রেমময়! চমৎকার কবিত্ব-মাখা নামটি তো!

প্রেম। আপনাকে দেখে আমার মনের দ্বার যেন উন্মুক্ত হয়ে গেল। আপনার উদ্দেশ্যে কাল কয়েকটা কবিতা লিখে আনব। আপনি কি কাল আসবেন?

ফ্লোরা আপনার কবিতা শুনতে আসব কি না তা আবার জিজ্ঞাসা করছেন?

প্রেম আমিই সুখী। বুঝি এ আনন্দ আমি সইতে পারব না। প্যালপিটেশন,—হার্টফেল করবে। (ফ্লোরার হাত ধরে' বুকের ওপর রেখে) দেখুন, কি উতল, কি চঞ্চল হয়ে উঠেছে মোর প্রাণ।

ফ্লোরা। (হেসে হাত ছাড়িয়ে) আপনি কোথায় থাকেন ? আমাদের এখানে একদিন আসবেন কি ? আমরা থাকি পি ৮৫৬ সাদার্ন এভিনিউতে ! গাড়ী ক'রে বিকেলে প্রায়ই এদিকে বেড়াতে আসি।

প্রেম। আমি থাকি ২৭৪নং চুনাপুকুরে। আপনার কি যাবার সময় হয়ে গেল ?

ফ্লোরা। হ্যাঁ, আজ এখুনি উঠতে হবে।

প্রেম। কালকের কথা মনে রাখবেন, ভুলবেন না।

ফ্লোরা। আপনিও যেন ভুলবেন না।

প্রেম। ঠিক আসবেন তো ?

ফ্লোরা। নিশ্চয়ই আসব। অ-রিভোয়া।

প্রেম। বিদায়।

[ফ্লোরা চলে গেল। প্রেমময় দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সেদিকে হ্যাঁ করে দাঁড়িয়ে আছে, এমন সময় তার এক বন্ধু এল।]

বন্ধু। কিহে ! আজকাল লেক ছেড়ে ইডেন গার্ডেন ধরেছ নাকি ? বলি মেয়েটি কে হ্যা ?

প্রেম। আমার, এই কি বলে—কজিন।

বন্ধু। (হেসে) দী সেম ওল্ড কজিন।

প্রেম। ভদ্রমহিলার সম্বন্ধে ঠাট্টা আমি পছন্দ করি না।

বন্ধু। কি রকম কজিন ? হৃদতুতো নাকি ?

প্রেম। তোমার মন বড় নীচ। ফ্রেণ্ডশিপ বোঝো না। প্রত্যেক জিনিষের কদর্থ করবে। আমি চললুম।

[প্রেমময়ের প্রস্থান।

বন্ধু। ওহে শোনই না। চট কেন?

[পিছনে পিছনে প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—পি ৮৫৬ সাদার্ন এভিনিউ

[অধ্যাপক শৈলেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত পাঠে রত।]

দাশগুপ্ত। যদি টাইম আর স্পেসের এর মধ্যে কোন রিলেশন থাকে তবে রিলেটিভিটি সেটাকে সল্‌ভ করতে পারে। আইনষ্টাইনের মতে—

[তামাক নিয়ে চাকরের প্রবেশ]

দাশগুপ্ত। কিন্তু হ্যামিল্টন সাহেব বলেন—

চাকর। হুজুর তামাক এনেছি।

দাশগুপ্ত। (বইয়ের দিকে চেয়ে) চেয়ারে বসতে বল—

চাকর। আজ্ঞে তামাক এনেছি।

দাশগুপ্ত। তাঁকে বল আমি এখন ব্যস্ত, বিকেলে আসতে। হ্যামিল্টনের ফোর্থ ডাইমেনশন…ওরে গুপি, তামাক নিয়ে আয়—

চাকর। আজ্ঞে তামাক এনেছি।

দাশগুপ্ত। এতক্ষণ বলিস্ নি কেন?

চাকর। বলছিলুম তো—

দাশগুপ্ত। আচ্ছা রাখ।

[টেবিলের ওপর রেখে ভৃত্যের প্রস্থান।

[তিনি তামাক খেতে লাগলেন]

দাশগুপ্ত। (হঠাৎ সামনে একটা কার্ড দেখে) ওঃ! আজকে একটা মিটিং আছে। তাই তো। ওরে কে আছিস?

[প্রভার প্রবেশ]

প্রভা। কি বলছ, অমন চেঁচাচ্ছ কেন?

দাশগুপ্ত। (একটা বই দেখতে দেখতে) ওরে গুপী, আমার লাঠিটা নিয়ে আয়—

প্রভা। গুপী কোথা থেকে এল?

দাশগুপ্ত। ওঃ তুমি! দেখ, এখুনি আমায় একটা মিটিংএ যেতে হবে।

প্রভা। কোথায় দেখি। (কার্ড দেখে) এতো কাল হয়ে গেছে।

দাশগুপ্ত। হয়ে গেছে? (কার্ড ভাল করে দেখে) তাই ত, হয়েই ত গেছে? তারপর বুঝলে গিন্নী, টাইম লিমিট কনসিডার করে কন্সট্যাণ্টগুলোকে—

প্রভা। খাওয়া-দাওয়া হবে না আজ? রাত তো নটা

বাজে। সেই বিকেলে বেবী গাড়ী নিয়ে বেড়াতে গেছে, এখনও তো ফিরল না। মেয়েটা দিন দিন ধিঙ্গি হয়ে উঠছে। বিয়ের একটা চেষ্টা দেখ, বয়সও তো হচ্ছে।

দাশগুপ্ত। বয়স হ'ল রিলেটিভ টার্ম। টাইমের ইউনিট—

প্রভা। রেখে দাও তোমার ইউনিট। বলি বিয়ের কি করছ ?

দাশগুপ্ত। কার বিয়ের ?

প্রভা। সাত কাণ্ড রামায়ণ শুনে সীতা কার বাপ! এতক্ষণ কি কাণে তুলো গুঁজেছিলে ? বেবীর বিয়ে, বেবীর, শুনতে পেয়েছ ?

দাশগুপ্ত। বেবীর বিয়ে হয়েছে ? কাদের বেবীর ?

প্রভা। (মাথা নেড়ে দিয়ে) মুস্কিলে পড়া গেছে। তোমার মেয়ে বেবী অর্থাৎ ফ্লোরা দাশগুপ্তের বিয়েয় কি করছ ? বয়স তো বেড়েই চলেছে, লেখাপড়া শিখে আমাকে তো আর গ্রাহ্যই করে না, তুমি একটা কিছু বন্দোবস্ত এবার কর—

দাশগুপ্ত। বেশ, আজই কার্ড ছাপাতে দিচ্ছি। ওরে দরোয়ান—

প্রভা। কার্ড কিসের ?

দাশগুপ্ত। কেন, বিয়ের ! এই যে তুমি বললে—

প্রভা। পাত্র ঠিক হয়েছে ?

দাশগুপ্ত। ভাগ্যিস তুমি মনে করিয়ে দিলে গিন্নী, পাত্র ঠিক

করতে হবে যে। দেখ, রামসদয় বাবুকে চেন? এ সব ব্যাপার তিনি সবচেয়ে ভাল বাঝেন। আমি আজই তাঁর সঙ্গে দেখা করব।

প্রভা। আজ আর করতে হবে না, কাল কোরো!

দাশগুপ্ত। বেশ তবে কালই করব, কি বল?

প্রভা। হ্যাঁ, ভুলো না যেন! আর আজ বেবী ফিরলে একটু শাসন কোরো!

দাশগুপ্ত। বেশতো। কি বলে বকব?

প্রভা। তাও বলে দিতে হবে। অধ্যাপক হলেই কি তার বুদ্ধি বিবেচনা বইয়ের মধ্যে আটক পড়ে যায়। চোখের সামনে পৃথিবীতে কি হচ্ছে আর জানতে পারে না। সাধে কি সাত বছর মাষ্টারী করলে আদালতে সাক্ষী দিতে দেয় না।

[রেগে প্রস্থান।]

দাশগুপ্ত। তাইত, তাহলে বেবীর একটা বিয়ে দিতে হচ্ছে। কিন্তু বয়স আর কতই বা হবে? বোধ হয় কুড়ি, ষ্টিল এ বেবী! রামসদয়কে বল্লেই একটা পাত্র জুটিয়ে দিতে পারবে—

[ফ্লোরার প্রবেশ]

ফ্লোরা। পাপ্পা ডিয়ার, একলা বসে কি করছ?

দাশগুপ্ত। তোমার বিয়ের কথা ভাবছি! তোমার মা

বল্‌ছিলেন, এবার তোমার বিয়ে না দিলে চলছে না। আজকাল তোমার পড়াশুনা কেমন হচ্ছে ?

ফ্লোরা। খুব ভাল। বাঙলায় একটু কাঁচা আমি চিরকাল। মনে করছি একজন টিউটার রাখব। তুমি কি বল ?

দাশগুপ্ত বেশ তো, তোমার যদি উপকার হয় রাখ।

ফ্লোরা। আমি একজনকে চিনি। তিনি কবি। বাঙলা ভাষায় অদ্ভুত দখল আছে। তুমি যদি মত দাও তাহলে তাঁকেই বলি।

দাশগুপ্ত। আচ্ছা, সেই ভাল। হ্যাঁ, আজ কোথায় বেড়াতে গিয়েছিলে ?

ফ্লোরা। ইডেন গার্ডেনে।

দাশগুপ্ত। এত দেরী হল যে ? রাত ক'টা ?

ফ্লোরা। (রিষ্ট ওয়াচ দেখে) এই সবে ন'টা···রাস্তায় কি একটা খেলার জন্যে বড্ড ভীড় হয়েছিল, তাই মোটর আসতে পারেনি, আটকে ছিল।

দাশগুপ্ত চল মা আর রাত্রি করোনা, তোমার মা হয়তো খাবার নিয়ে বসে আছেন।

[দাশগুপ্তের প্রস্থান।]

ফ্লোরা। খেলা শেষ হয় সাতটা আর এখন ন'টা। বাবা কিন্তু এসব কথা কিছু বোঝেন না। অধ্যাপক বাপ হলে ফ্লার্ট করে বেড়াবার ভারী সুবিধে হয়।

[প্রস্থান।]

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—রামসদয় বাবুর বাসা

[প্রেমময় ও প্রশান্ত চা খাচ্ছে আর গল্প করছে]

প্রশান্ত। তারপর প্রেম, তোমার নতুন কবিতার বই কবে বোরোচ্ছে ?

প্রেম। শিগগিরই। নাম দিয়েছি 'ঈরাটো ও ফ্লোরা'।

প্রশান্ত। চমৎকার নামটী। আধুনিক কবিদের মধ্যে তুমি একটা বিশেষ স্থান অধিকার করেছ।

প্রেম। আমার সেই কবিতাটা "কচি ঠোটে রঙ লাগায়ে" কাগজওয়ালারা ফেরত দিয়েছে। সেই যেটার তুমি খুব সুখ্যাতি করেছিলে—(একটু থেমে) মাসিক পত্রিকাদের সম্পাদকেরা কিছু বোঝে না। আমাদের কবিতার ডেপ্‌থ মাপতে পারে না। তাই মনে করছি আমি একটা নতুন কবিতার পত্রিকা বার করব।

প্রশান্ত। দি আইডিয়া। একটা আধুনিক পত্রিকা আমাদের দরকার। তারপর প্রেম, (কানের কাছে মুখ নিয়ে) তোমার প্রেম কেমন চলছে ?

প্রেম। (হঠাৎ স্তম্ভিত মৌনতায় আচ্ছন্ন হলো। খানিকবাদে আবৃত্তি সুরু করলো)

হে প্রেয়সী রঙ্গময়ী
সঙ্গ দাও, হে রূপসী ফ্লোরা,
হের হের আনিয়াছি
রাশি রাশি কুসুমের তোড়া।
জীবন সার্থক করো
দয়া করে বুকে ধরো
অধরে জাগাও তূর্ণ
পুলকের পবিত্র অমরা।

[রামসদয় বাবুর প্রবেশ]

রাম। প্রেমু, আচ্ছা থাক—

[প্রশান্ত উঠে দাঁড়াল। রামসদয় বাবু চলে গেলেন।

প্রশান্ত। আমি তাহলে এবার যাই।

প্রেম। এখুনি ?

প্রশান্ত। তোমার বাবা হয়তো তোমার সঙ্গে কথা বলতে চান।

প্রেম। সে পরে হবে। বস, বস।

প্রশান্ত। না না ভাই, আসি।

প্রেম। আচ্ছা. এস, কাল কিন্তু একটু সকাল সকাল আসা চাই।

[প্রশান্তের প্রস্থান।]

প্রেম। বাবার একটা সময়ের জ্ঞান নেই। এখন আসবার দরকারটা কি ছিল।

[কবিতাটি আবৃত্তি করছে এমন সময়
রামসদয় বাবু ঢুকলেন]

রাম। কি হচ্ছে ?

প্রেম। (নিরুত্তর)

রাম। ফ্লোরা কোত্থেকে এল ?

প্রেম। (নিরুত্তর)

রাম। পরীক্ষায় ফেল হয়ে সবার সামনে নিজের মুখ হেঁট করছ, তবু লজ্জা নেই !

প্রেম। (একটু থেমে, চমকে উঠে সম্মোহিতের মত) পরীক্ষা ? সে যুগ আর নাই পিতা। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা, এর কিবা মূল্য আছে। রবীন্দ্রনাথ, বিশ্বসভার কবি, বিশ্বের বরেণ্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের ত্যজ্য পুত্র। আমি তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ করব। (একটু থেমে পুনরায় পূর্ব্বের স্বরে) ব্যথা, ব্যথা, আমার প্রাণের ব্যথা কেহ বুঝিবে না। যে প্রাণ হয়েছে উতল, তারে কি বাঁধা যায় পিতঃ পরীক্ষা শিকলে ?

রাম। (স্তম্ভিত হয়ে রইলেন। অনেকক্ষণ পরে) মন দিয়ে পড়াশুনা না কর তো চাকরীর চেষ্টা দেখ। হা ভগবান।

প্রেম। বৃথা তিরস্কার। মনে যখন লেগেছে বসন্তের পরশ, হাওয়ার হিল্লোলে যবে নেচে ওঠে প্রাণ, রূঢ়কথা তারে শান্ত নাহি করে, ক'রে দেয় আরও

চঞ্চল। বাবা আমি ট্যুইশন পেয়েছি, আজ বিকাল থেকে পড়াতে যাব। মাহিনা মাসে পঞ্চাশ টাকা।

রাম। ট্যুইশন করিবি তুই ?

প্রেম। পিতা, বলেছি তো বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাই একমাত্র পরীক্ষা নয়। (উদাসকণ্ঠে) সেথা আদর পাইনি বলে' কি আর কোথাও পাবনা আদর। সবাই যদি ছাড়ে ছাড়ুক সে আমারে ছাড়বে না। জগৎ যদি ফাঁকি দেয়, সে ধরবে মোরে আরও নিবিড় করে—

রাম। কি বলছিস্ কে ধরবে ? নাঃ, মাথা খারাপ হয়েছে—

প্রেম। (উদাসকণ্ঠে) হে পথশ্রেষ্ঠ সাদর্ণ এভিনিউ
পবিত্র পবিত্র তোমার বুক
পুষ্পিত কোমল তোমার বুক
সুখ আমার তোমার মধ্যে
কেন না
তোমার বুকে তার বাড়ী
যে আমারে দিতে চায় প্রেমের রেভিনিউ !

রাম। এ আবার কি বকছে ! এক ছেলে, মাথা খারাপ হ'ল নাকি ? একবার কবিরাজের ওখানে নিয়ে যাই। প্রেমু, চল আমার সঙ্গে—

প্রেম। (উদাসকণ্ঠে) ভোর থেকে প্রাণ মোর হয়েছে চঞ্চল
সাঁঝে তার দেখা পাব বলে'।

লুটাবে ভুঁয়েতে তার সবুজ অঞ্চল
আমি তাহা নেব বুকে কোলে।
নেবো কোলে, নেবো কোলে তুলি
নিখিল যাতনা যাবো ভুলি
ভাবাবেগে প্রেমাবেগে দুলি
যাব আমি অমরায় চলে!

রাম। বিকার। ভুল বকছে। জ্বর, না মাথায় রক্ত চড়ে গেছে? কে জানে কি হল? প্রেমু, চল বাবা একবার আমার সঙ্গে।

[তুলে দাঁড় করালেন]

প্রেম। (দাঁড়িয়ে) দেখবো শুধু মুখের পরে
পুলকে প্রাণ উঠবে ভরে।

রাম। ভয়ে যে প্রাণ গেল উড়ে। ওরে কে আছিস—হায় কি হলো রে। চল বাবা চল—

প্রেম। কোথা যাব? কোথা পথ
কোথায় তোমার রথ—

[প্রেমময়কে টানতে টানতে রামসদয় বাবুর প্রস্থান।

—০—

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—কবিরাজের বাড়ী

[ভজহরি কবিরাজ তক্তাপোষের উপর তাকিয়া ঠেসান দিয়ে ব'সে ব'সে তামাক খাচ্ছেন। ছেলে কোলে একজন লোকের প্রবেশ।]

কবিরাজ। কি হে কি চাও ?

লোক। আজ্ঞে, তিন দিন ধরে জ্বর—

কবি। এগিয়ে এস, জিভ দেখি।

লোক। (তথাকরণ) আমার এই—

কবি। হাতটা এগিয়ে দাও। (নাড়ী দেখতে দেখতে) মল পরিষ্কার হয় ?

লোক। আজ্ঞে হ্যাঁ। ছোট—

কবি। পেট দেখি। (পেট ঠুকে) বায়ু বৃদ্ধি। মাথা ঘোরে ?

লোক। আজ্ঞে, না। আমার তো কিছু—

কবি। বাজে ব'কো না। রাতে ঘুম হয়—

লোক। হয়।

কবি। যখন ঘুমোও তখন চোখ বুজে যায় কি ?

লোক। তা আমি দেখতে পাই না।

কবি। হুঁ, অন্যমনস্ক ভাব। ওরে হরিচরণ, বাবা আমার

নাড়ীজ্ঞানটা নিয়ে আয় তো। তারপর কোন নাক দিয়ে নিশ্বাস পড়ে ?

লোক। ঠিক বুঝতে পারি না।

কবি। হুঁ শ্লেষ্মা। তোমার সাংঘাতিক অসুখ।

[হরিচরণ একটা বই নিয়ে এল]

লোক। আজ্ঞে, আমার তো অসুখ করেনি।

কবি। করেনি মানে ? আমার চেয়ে তুমি বেশী জান ? (বই দেখে) ওরে হরিচরণ, দে বাবা সালফার থার্টি, নাক্স ভুমিকা, ক্যাল্‌ফিক্স আর ফাইটো লক্কা, এই চারটে মিশিয়ে। খুব সাবধানে থাকবে। রাতে চোখ বুজে ঘুমোবে। ডান নাক দিয়ে নিঃশ্বাস ফেলবে। এই ওষুধ দিনে তিনবার আর রাতে তিনবার এক ফোঁটা ক'রে খাবে। পান সিগারেট খাবে না।

[হরিচরণের প্রস্থান।]

লোক। অসুখ তো আমার নয়, আমার এই ছেলের।

কবি। ঐ ওষুধই চলবে।

লোক। কে খাবে ওষুধ ?

কবি। কেন ? তুমি খাবে।

লোক। কিন্তু, অসুখ তো আমার ছেলের।

কবি। বাজে বক কেন ? তুমি চিকিৎসার কি বোঝ ? জান ছেলের অসুখ করলে মাকে ডাক্তাররা ওষুধ দেন।

লোক। আজ্ঞে হ্যাঁ, খুব ছোট ছেলেদের, যারা মার দুধ খায়। কিন্তু আমার ছেলের বেলায়—

কবি। ঐ নিয়মই খাটবে। যাও, খুব সাবধানে থাকবে। আমাকে শেখাতে এসেছ ? জান, আমি কবিরাজ হয়েও হোমিও-প্যাথিক প্রাকটিস করি ;

[হরিচরণ ওযুধ এনে দিল। ওষুধ নিয়ে ছেলে সহ লোকটির প্রস্থান।]

কবিরাজ সর্বলোচন বলছিল সহরে বড় বেরীবেরী হচ্ছে। শুনে অবধি মনটা কেমন ভয় ভয় করছে। (নিজের পা দেখে) অ্যাঁ, ফুলেছে নাকি ? তাইত। ওরে, ও বাবা হরিচরণ, একবার দেখতো—

হরিচরণ। আইজ্ঞে—

কবি। পা টা একবার দেখতো, ফুলো ফুলো মনে হচ্ছে না।

হরি। (একটা লাঠি নিয়ে লম্বালম্বি ভাবে মেপে) আইজ্ঞে সমান আইছে।

কবি আরে তা জিজ্ঞেস করছি না। বলছি একটা পা কি আর একটার চেয়ে মোটা মনে হচ্ছে ?

হরি। আইজ্ঞে তা অইছে। ডান পাডায় রাত্তিরে ত্যাল মাখাইছি কিনা, সেই জন্যে—

কবি। ব্যাথাও হয়েছে—

হরি ' তা অইবেই তো, মালিস করছিলাম যে।

[গলায় মাফলার জড়ান একজন রুগীর প্রবেশ]

রুগী। কবিরাজ মশাই, গলার যন্ত্রনায়—

কবি। এগিয়ে এস। (নাড়ী দেখে) হুঁ, জ্বর হয়েছে। জিভ দেখি, (রুগী জিভ বার করল) মল অপরিষ্কার। হরিচরণ, বাবা একটু লাইকোপোডি-য়াম দিয়ে দাও।

রুগী। আমার গলায় ব্যথা—

কবি। দেখি, খোল তো কম্ফটরটা। এ যে বেরীবেরী।

রুগী। বেরীবেরী কি মশাই? কাল রাত্রে ঠাণ্ডা লেগে সকালে উঠে দেখি গলা ব্যথা করছে, আপনি বলছেন বেরীবেরী।

কবি। তুমি এ সবের কি বোঝ। বেরীবেরী, এর চৌদ্দপুরুষ বেরীবেরী।

রুগী। কিন্তু বেরীবেরীতে পা ফোলে—

কবি। ফোলা নিয়ে কথা। কারো পা ফোলে, তোমার গলা ফুলেছে। ওরে, আলমারী খুলে হ্যামেলিস ভার্জিনাইকা নিয়ে আয়।

রুগী। সেটা আবার কি?

কবি। ওষুধ। বড় রোগে বড় ওষুধ, বুঝেছ? তোমার অসুখ তো আর সিনকোনা বা ব্রায়োনিয়ায় সারবে না, তাই হ্যামেলিস ভাজিনাইকা দিচ্ছি।

[হরিচরণ গিয়ে ওষুধ এনে দিল। রুগীর ওষুধ নিয়ে প্রস্থান।]

কবি। দেখলি, বেরীবেরী হয়েছে কিনা দেখলি। বেটা আবার তর্ক করে, হুঁ হুঁ! আরে বাবা, এ তো আর যে সে কবিরাজ নয়, একেবারে ভজহরি দেবশর্মন। কবিরাজী, হোমিওপ্যাথী, বায়োকেমী কিছুই তো আমার অজানা নয়। চালাকিটী চলছে না।

[প্রেমময়কে নিয়ে রামসদয় বাবুর প্রবেশ]

রাম। কবিরাজ মশাই, দেখুন।

কবি। বেরীবেরী।

রাম। আজ্ঞে, বেরীবেরীর কথা হচ্ছে না। আমার এই ছেলেটির ক'দিন থেকে মাথায় একটু ছিটের লক্ষণ দেখা দিয়েছে। আপনার নাম শুনেই এসেছি। যদি কিছু প্রতিকার করতে পারেন।

কবি। হুঁ। এগিয়ে এস।

প্রেম। এগিয়ে এস, সামনে বস, আজকে মধুর বিজন সাঁঝে।
তোমার মুখের হাসি দেখে, ফুল করবী মরুক লাজে ॥
মরুক লাজে মনের ব্যথা,
ব্যাকুল ক্ষণের বিষণ্ণতা,
সন্ধ্যা হতে হচ্ছে দেরি সইতে সখি পারছি না যে ॥

কবি বিকার। ও হরিচরণ, বরফ নিয়ে আয় বাবা। একটু পাশ কাটিয়ে যাস্, কামড়ে নেবে।

[হরিচরণের প্রস্থান

কবি। দেখুন, আপনার ছেলের শক্ত অসুখ। আমায় বেশ বেগ পেতে হবে।

রাম। তার জন্মে ভাববেন না, যত লাগে দেব।

কবি। না না, লাগালাগির কথা হচ্ছে না। ও তো আমার পুত্রস্থানীয়। প্রাণপণ চেষ্টা করা আমার কর্ত্তব্য। তারপর খোকা, তোমার মাথা ঘোরে?

প্রেম। মস্তকে ঘুরিছে নিত্য চক্র সম তার শাস্ত কথা।
বাজিছে হৃদয়ে হায় বিরহের তীব্র বিষণ্ণতা॥

কবি। বুঝছেন। (খাতায় নোট করে) প্রথম, মাথা ঘোরা, মানে কাহিল। দ্বিতীয়, হৃদয়ে বিষণ্ণতা, কিনা ব্যথা, অর্থাৎ প্যালপিটেশন।

প্রেম। আঁখিতে মোর সারা জগৎ উঠছে রাঙিয়া।
চোখ দিয়ে আজ ঝরছে শ্রাবণ দুকুল ভাঙিয়া॥

কবি। (নোট করতে করতে) তৃতীয়, রাঙা দেখা, জণ্ডিস। চতুর্থ, চোখ দিয়ে জল পড়া অর্থাৎ চোখ খারাপ। দেখি, নাড়ী দেখি। আপনি একটু ধরবেন, বাবাজী যেন হাত পা না ছোঁড়েন। (রামসদয় বাবু ধরলেন। নাড়ী দেখে) হুঁ, নাড়ী দ্রুত। জিভ দেখি। হুঁ, শুভ্রবর্ণ অর্থাৎ পেটের অসুখ। পেট দেখি। হুঁ, ফেঁপেছে অর্থাৎ বায়ু বেগ। চোখ দেখি। হুঁ, রক্তবর্ণ অর্থাৎ অনিদ্রা। না, আশা নেই।

রাম। অ্যাঁ, আশা নেই। তবে কি—

কবি। কিন্তু ত্রুটি হবে না। আমার কাছে যখন এসেছেন, বাঁচবেই। তবে—

রাম। আপনি যা চান। ঐ আমার একমাত্র পুত্র। সাতটী মেয়ে, ঐ একটী ছেলে। ও গেলে আমার কি হবে—

কবি। উতলা হবেন না, রুগী ঘাবড়ে যাবে। ওর মাথায় হয়েছে মেঘদূত, বুকে হয়েছে সাহারা, চোখে রামধনু, নাড়ী চঞ্চল, মনে রাঙা শাড়ীর অঞ্চল। বুঝছেন, কি কঠিন রোগ। তবে হাঁ, কবিরাজ ভজহরির হাত থেকে যম ছাড়া কোন মানুষই রুগী নিয়ে যেতে পারবে না। রোগ সাফ হয় ভাল, না হয় রুগী ঠিক সাফ হবে।

[প্রেমময় এতক্ষণ উদাসভাবে কড়িকাঠের দিকে চেয়ে বসেছিল, এখন স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এল।]

প্রেম। (চারিদিকে চেয়ে) কোথায় এসেছি আমি ?

রাম। কবিরাজ মশায়ের কাছে। তোমার শরীর অসুস্থ বলে এখানে এনেছি।

প্রেম। কে বল্লে ?

রাম। কেন এই মাত্র কবিরাজ মশাই দেখে বললেন তুমি ভারি অসুস্থ, বাঁচবার আশা নেই। ওঁর কথা তো অবিশ্বাস করা যায় না।

কবি। ঠিক। বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর। মরণে বিশ্বাস করো সে আসবে—

প্রেম। আপনাকে কাঁধে করে নিয়ে যাবে। যত সব বাজে লোকের আড্ডা। অসুখ! এ অসুখ কবিরাজের বাবার সাধ্যি নেই যে সারায়।

কবি। শুনলেন তো বাবাজীর কি রকম শক্ত অসুখ।

প্রেম। আমার হৃদয় অসুস্থ, পরাণ চঞ্চল।

তার, নপুর ধ্বনি
যদি, কেবলি শুনি
মম হৃদয় মাঝে,
কেন, পুলকে যেতে
বলো, চাবো না যেতে
মধু বিজন সাঁঝে।

(হঠাৎ চমকে উঠে) সন্ধ্যা হয়েছে। যাই যাই প্রিয়ে। রাগ করো না, দাঁড়াও, এই যে যাচ্ছি।...... এই যে এসেছি—

তব প্রণয় গৃহে
এই এসেছি প্রিয়ে
ভুলি নিখিল লাজে! [প্রস্থান।

রাম। বাবা প্রেমু, শুনে যা, শুনে যা—

[বেগে প্রস্থান।

কবিরাজ। মশাই আমার ফী, ফীর টাকাগুলো—

[পশ্চাৎ ধাবন

ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান—পি ৮৫৬ সদার্ণ এভিনিউ

[ড্রইং রুম। পিয়ানো বাজিয়ে ফ্লোরা গান গাইছে।]

হৃদয় আমার উঠল দুলে কেন যে তা নাইকো জানা।
গোপনে ফুল উঠল ফুটে শুনল নাকো কারু মানা॥
হাওয়ার সাথে আসল ভেসে
আকাশে চাঁদ উঠল হেসে
মেঘদূতী তার বার্ত্তা আনি, মনের মাঝে দিল হানা॥

ফ্লোরা। ছ'টা বেজে গেল, এখনও মাষ্টার মশাই এলেন না কেন? প্রেমময় নামটি কিন্তু বেশ। আর নামের সম্মানও তিনি অক্ষুন্ন রেখেছেন। কালকে যাবার সময় কি পদ্যই লিখে গেলেন, আহা!

রৌদ্রের উত্তাপে যবে ফেটে যায় বুক
সাহারার মাঝে প্রিয়ে যেন জল বিনা,
তখন তোমার ঐ হাস্যোদ্দীপ্ত মুখ
সুশীতল করে প্রাণ, মনে বাজে বীণা।
বরফ বরফ বলি ছোটে চারিদিকে
তোমা পানে চেয়ে পাই হিমের সন্ধান,
একশত বারো যবে তাপমান যন্ত্রে
হিমালয় সম মোর তখন পরাণ।

বিরহ ভীষণ চীজ হৃদয় বিকল
মাথা ঘোরে পেট কাঁপে পা ওঠে যে ফুলি,
মনে হয় এ জীবন হয়ত বিফল
প্রাণ যেন প্রিয়া হাতে হ'ল ডাংগুলি।
রোগা লোক মোটা হয়, মোটা হয় রোগা।
টাকা ও সময় ব্যয় সার দুখ ভোগা ॥

বললেন, একে বলে সনেট। কবিত্বের কিছুই এঁর কাছে বাদ নেই। ঐ যে আসছেন, আমি মুখ ফিরিয়ে বসি। (তথাকরণ)

[প্রেমময়ের প্রবেশ]

প্রেম। অভিমান? কিসের অভিমান বলো মোরে—
তারকা আনিতে বলো আনিব ধরে
ফিরায়ো না মুখ সখি
কাছে বসো চোখাচোখি,
জান তো বিরহ রোগে যেতেছি মরে।
ফ্লোরা রাগ করেছ?

ফ্লোরা। আপনি এত দেরী করলেন কেন? কখন থেকে আপনার পথ চেয়ে বসে আছি।

প্রেম। (হাত ধরে) আমায় ক্ষমা কর ফ্লোরা। একটা বিশেষ কাজে আটকে পড়েছিলুম। আজ কি পড়বে?

ফ্লোরা। (হাত ছাড়িয়ে) আজকে রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়ব।

প্রেম। বেশ। বল, কোন জায়গা পড়াই? রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আমার একটু আধটু ষ্টাডি করা আছে। অমন ভাবপূর্ণ রসে ভরা লেখা আর কেউ লিখতে পারে না।

ফ্লোরা। সোনার তরীটা কাল পড়া আছে।

প্রেম। (বই নিয়ে পাঠ) সোনার তরী

গগনে গরজে মেঘ ঘন বরষা,
কূলে একা বসে আছি নাহি ভরসা।

আগে এই দুই লাইন শোন। সেনার তরী। নামটা সোনার তরী হ'ল কেন? রূপার তরী অথবা লোহার জাহাজ হ'ল না কেন? তার কারণ রবীন্দ্রনাথ এখানে প্লেজার ইঅট মানে করেছেন। সোনার অর্থে অর্থ বোঝচ্ছে, তা না হ'লে সুখের কথা কোথা থেকে আসবে, বুঝলে?

ফ্লোরা। কিন্তু—

প্রেম। কিন্তু নেই। তারপর শোন। গগনে গরজে মেঘ, ভয় রস অথবা রুদ্ররস বলতে পার। মেঘ গর্জ্জন করছে অর্থাৎ কিনা বিপদ সূচনা করছে। ঘন বরষা, বৃষ্টি পড়ছে। এ হ'ল করুণ রস, আকাশ কাঁদছে। কেন? বিরহে।

ফ্লোরা। কার বিরহে?

প্রেম। মেঘদূতের বিরহে। ছবিতে দেখনি "যক্ষের বিরহ—মেঘদূত"। যক্ষ মেঘদূতের জন্য কাঁদছে। বুঝলে ? তারপর কূলে একা বসে আছি। একলা, ভয়ের কারণ রয়েছে। এই জন্যই এর পর কবি বলছেন, নাহি ভরসা। একলা কিসের ভরসা ? এই হল বিরহের সুর। কিন্তু যদি তুমি আর আমি থাকতুম একসঙ্গে, তবে লিখতুম—

গগনে চমকে রবি নাহি বরষা।
কূলে দোঁহে বসে আছি কত ভরসা ॥

ফ্লোরা। চমৎকার।

প্রেম। (হাঁটু গেড়ে বসে) তখন বলতুম—

তোমার চরণ তলে জীবন আমার
তুমি বিনা এ ধরণী বিজন অসার—

[প্রভার প্রবেশ]

প্রভা। বেবী, কি হ'চ্ছে এসব—

প্রেম। বুঝলে। মধুসূদন দত্ত এই কথাই বলছেন—

(সেই ভাবেই বসে থেকে)

সম্মুখ স. রে পড়ি' বীর চূড়ামণি
বীরবাহু, যবে গেলা যমপুরী—

হাঁটু গেড়ে, কারণ শোক প্রকাশ করতে তখনকার দিনে সকলে হাঁটু গেড়ে বসতেন। মৃতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন।

প্রভা। আসুক তোমার বাবা, পড়া বের করছি।

[প্রস্থান

ফ্লোরা। মাষ্টার মশাই—

প্রেম। (হাত ধরে) ফ্লোরা, না মিটিতে সাধ মম রাতি পোহায়।

ফ্লোরা। এই খানেই কি আমাদের প্রেমের শেষ হবে ?

প্রেম। না, না, তা হতে পারে না। জান প্রিয়ে, প্রেমের পথ কাঁটায় ভরা। প্রেমিক জানে না কোন ভয়, মানে না কোন বাধা। আমারাও মানব না। ইলোপ করব। প্রেমিকাকে ভাগিয়ে নিয়ে যাওয়া আপ-টু-ডেট ফ্যাশন।

ফ্লোরা। অ্যাডভেঞ্চার ! মাষ্টার মশাই, চমৎকার হ'বে। আমরা দু'জনে চলে যাব নূতন জয়াগায়, নূতন দেশে। সেখানে মোদের কেউ জানবে না, চিনবে না—

প্রেম। শুধু তুমি আর আমি। আমি কবিতা লিখব তুমি শুনবে। গগনে চাঁদ উঠবে, গাছে কোকিল ডাকবে, বসন্তের বাতাস প্রাণে শিহরণ আনবে, আমি চাইব তোমার পানে, তুমি চাইবে আমার পানে—

ফ্লোরা। (আবেগ ভরা কণ্ঠে) মাষ্টার মশাই।

প্রেম। (আবেগ ভরা কণ্ঠে) ফ্লোরা।

[(ভিতর থেকে) দিদিমনি, ভেতর এস, মা ডাকছেন।]

ফ্লোরা। মাষ্টার মশাই আবার কবে দেখা হবে ?

প্রেম। ফ্লোরা আজ তবে বিদায়। কালকে বিকেলে একবার ইডেন গার্ডেনে যেও। সব কথা বলব।

[উঠে দাঁড়াল

ফ্লোরা। বিদায় ! কাল যেন দেখা পাই।

[দুজনের দু'ধারে প্রস্থান

সপ্তম দৃশ্য

স্থান—রাম সদয় বাবুর বাহিরের ঘর

[রামসদয় বাবু বসে তামাক খাচ্ছেন আর কাগজ পড়ছেন, এমন সময় একতাড়া কাগজ নিয়ে ব্রজভ্রুকুটি খাস্তগীরের প্রবেশ। রামসদয় বাবু চমকে কাগজ রাখলেন।]

রাম। আপনি কাকে চান ?

বজ্র। আপনাকে। আমার নাম শ্রীযুক্ত বজ্রভ্রুকুটি খাস্তগীর। আমি একজন সাহিত্যিক। বসুমতী, ভারতবর্ষ, প্রবাসী, শনিবারের চিঠি কেহই আমার লেখা ছাপিতে সাহস করেন না, কারণ আমার উচ্চ ভাব-বিলাসিতা এবং ভাষার উপর অদ্ভুত পারদর্শিতা তাঁহাদের হস্ত-চৈতন্য করিয়া দেয়।

রাম। তা আমাকে কেন ?

বজ্র। কেহ শুনিতে পারেন না, কারণ আমার জ্ঞানের প্রাচীর তাঁহাদের লঙ্ঘন করিবার ক্ষমতা নাই। আমি একাধারে সাহিত্যের সব্যসাচী, বৃকোদর, ঘটোৎকচ। আপনাকে আমার নূতন গবেষণা-মূলক একটী প্রবন্ধ শুনাইব বলিয়াই আজ এইখানে আগমন করিয়াছি। আপনি একজন সাহিত্য রসজ্ঞ।

রাম। আপনি ভুল করছেন—

বজ্র। ভুল! নহে, নহে। আপনার নামই তো ধূর্জ্জটী শঙ্কর মহলানবিশ।

রাম। না, আমার নাম রামসদয় হালদার।

বজ্র। একই কথা। ফুলকে যে নামেই সম্বোধন করুন না কেন ফুল ফুলই থাকিবে। আমার অদ্যকার প্রবন্ধের নাম—

রাম। কিন্তু আপনি ভুল করছেন, আমি এ সবের কিছুই বুঝি না।

বজ্র। বিনয়! আপনি যদি না বুঝিবেন তবে বুঝিবে কে? শ্রবণ করুন। নাম করণ করিয়াছি "মার্কণ্ডের যজ্ঞ"। তারপর, "দিবস শর্ব্বরী যে দিক্করীগণ গুঞ্জন করিয়া একই বার্ত্তা ঘোষণা করিতেছে, সেই অতি উজ্জ্বল এবং জ্বলন্ত প্রশ্নের মীমাংসা অদ্য এই ক্ষুদ্র বাহান্ন পৃষ্ঠাব্যাপী প্রবন্ধে আমি কূট তর্কের দ্বারা

প্রমাণের উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া ইহাই সিদ্ধান্ত করিয়াছি যে"—বুঝিতেছেন ?

রাম। (ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চেয়ে) না, কিছুই না।

বজ্র। আর একটু শ্রবণ করুন। আমি একেবারে অপ্‌সম স্বচ্ছ করিয়া দিতেছি। "আমাদের প্রশ্ন কি ? আমি যে প্রবন্ধ লিখিতেছি তাহার কারণ কি ? তাহার কারণ এই যে আমাদের প্রশ্নটী জগতের সম্মুখে প্রকাশ করিতে হইবে। প্রশ্নটী কি ? কেন আমি লিখিতেছি—"

রাম। কি বলছেন সব—

বজ্র। শ্রবণ করিয়া যান। যত শ্রবণ করিবেন, আমার উচ্চ ভাব সমূহের আলিম্পনে আপনি ততই মুগ্ধ হইবেন। "দেশের দৈন্য আমাদের স্থবির করিয়া রাখিয়াছে। আমাদের সকলেরই, মানব মাত্রেরই এখন কর্ত্তব্য—"

রাম। গাত্রোত্থান করা। আমি উঠলুম।

[রামসদয়ের প্রস্থান

বজ্র। চলিয়া গেলন ? আমি অপেক্ষা করিব কি ? ত্রিলোচন বাবু, শুনিতেছেন ? উত্তম, বৈকালে আসিয়া বাকী কয়টা পৃষ্ঠা শুনাইব— [প্রস্থান

[রামসদয় বাবুর চারিদিকে উঁকি মারতে মারতে প্রবেশ।]

রাম। গেছে, বাঁচা গেছে। কি আপদই জুটেছিল। কি যে সব মাথামুণ্ডু—

[শ্রীমান্ মানিক গুহের প্রবেশ। ফুল প্যাণ্ট পরা, শার্টের কলার
উল্‌টান, কোট নেই। কব্জিতে রিষ্টওয়াচ। একহাতে মেজারিং টেপ
আর এক হাতে সিনেমা ষ্টারদের ছবি। মুখে সিগার,
মাথায় হ্যাট। এসেই রামসদয় বাবুকে বেঁকে
দাঁড়িয়ে আড় চোখে দেখতে লাগল। তিনি
হাঁ করে চেয়ে রইলেন।]

রাম। আপনি আবার কে ?

মানিক। আমার নেম হচ্ছে ম্যানক জিহুয়া। লোকে মানিক গুহ বলে থাকে। অমি একজন সিনেমা ডিরেক্টর। ইউনিট খুঁজছি। সবই ঠিকঠাক হ'য়ে গেছে। ষ্টুডিও, ক্যাপিট্যাল আর আর্টিষ্ট পেলেই আরম্ভ ক'রে দিই।

রাম। আমার কাছে কেন ?

মানিক। আপনার অদ্ভুত ফিল্ম ফেস। (মাথাটা নেড়ে দিয়ে) টিপিক্যাল সিনেমা হেড। আপনাকে আমি ষ্টার ক'রে দেব। কি হ'তে চান ?

রাম। কিছু হ'তে চাই না—

মানিক। নো, নো, ইউ আর মেণ্ট টু বী এ ষ্টার। চার্লস লটন, ওয়ালেস বিয়ারী, লায়োনেল বেরীমুর, কেউ লাগবে না। সুপার্ব্ব। ষ্টুপেণ্ডস !! থ্রিলিং !!! বুঝলেন ?

রাম। কিসের কি বুঝব ?

মানিক। (কপাল মাপতে মাপতে) এক্সকুইজিট ব্রাউ। গ্রে হেয়ার। চমৎকার, বিফিটিং। আপনাকে হীয়ারো সাজতেই হ'বে। আমেরিকা এ দেশের কত কোটী টাকা পিকচার দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে জানেন। দেশের টাকা দেশেই থাকে এই আমার ডিজায়ার। ওরা বুলডগ ড্রামণ্ড করেছে, আমি নেড়িডগ ড্রামণ্ড করব। কম্পিটিশনে মেরে দেব। আপনি কি বলেন ?

রাম। বিদেয় হতে বলি।

মানিক। ছ্যাট্‌স্ ইট। এই প্রম্পট্‌নেশ দরকার। আপনি পারবেন। (হাত ধরে উঠিয়ে) একটু হাঁটুন, আপনার গেট দেখতে হবে। শাই ফীল করবেন না।

রাম। এবার আপনাকে রাস্তা দেখতে হবে।

মানিক। এক্সাইটেড হবেন না। ষ্টারডম আপনাকে ইনভাইট করছে।

রাম। তোমার পিঠ দেখছি আমার লাঠিকে ইনভাইট করেছে। বেরোবে কিনা ? (ধাক্কা)

মানিক। (যেতে যেতে) মনে রাখবেন শ্রীর‍্যামপোরের ঠিক বাইরেই আমার ষ্টুডিও হ'বে। হাওড়ায় গিয়ে যে কোন টিকিট ক্লার্ককে মিষ্টার জিহুআর

ষ্টুডিও বললেই টিকিট দিয়ে দেবে। হাঁয়ায়ো কিন্তু সাজতেই হবে।

[বলতে বলতে প্রস্থান।

রাম জ্বালালে। রবিবারে একটু জিরুবো তারও উপায় নেই। যত সব অসভ্যগুলোর আগমন। আর ভালো লাগে না। (তাকিয়া ঠেশান দিয়ে তামাক খেতে খেতে) ব্যাটা বলে কিনা নেম হ'চ্ছে ম্যানক জিল্কুআ। মানিক গুহ থেকে ঐ অপরূপ নামের কি করে যে সৃষ্টি হ'ল বলা যায় না। নাঃ, দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে আসি, নইলে আবার কোন্ জীবের অবির্ভাব হ'বে কে জানে।

[বাইরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে আসলেন]

প্রেমুর ভাব-গতিক দিন দিন কেমন যেন হ'য়ে পড়ছে। কিছুই বুঝতে পারছি না। সব সময়ই যেন কি রকম উড়ো উড়ো মন। গিন্নী বলছেন বিয়ে দিতে, কিন্তু মাথায় তো বিলক্ষণ গণ্ডগোল। কি যে করি ? আমিও বুড়ো হয়ে পড়েছি। ছেলেটা নাকি আবার ট্যুইশন করছে, পঞ্চাশ টাকা মাইনে—

[বাইরে খট খট ধ্বনি

রাম কে হে ? কাকে চাও ?

(নেপথ্যে) একবার দরজাটাই খুলুন না।

রাম না, না, আপনি ভুল করছেন। এ বাড়ী নয়।

(নেপথ্য) আগে খুলুন তো।

রাম। জ্বালাতন পোড়াতন। কোথাকার কে, দরজা খোল, দরজা খোল—

[প্রস্থান ও চিন্তামনি লাহিড়ীর সঙ্গে প্রবেশ]

রাম। আমি আপনাকে চিনি না।

চিন্তা। চেনেন না? আমি কিন্তু আপনাকে চিনি। আপনার নাম কি বলে—ষষ্ঠী. না, না, মধু—আ গোবর্দ্ধন, বলুন না?

রাম। আমার নাম রাম সদয় হালদার।

চিন্তা। কেন ঠাট্টা করছেন মহাশয়? আপনার নাম কখনই তা হতে পারে না। আপনার নাম গোবর্দ্ধন বর্মন। আমি দার্শনিক, মহাতার্কিক পণ্ডিত। আমার সঙ্গে চালাকী চলবে না—

রাম। কি বাজে বকছেন। ও নাম আমার নয়।

চিন্তা। প্রমাণ করুন। তর্ক করতে হলে একটা নিয়ম, ন্যায় মানতে হ'বে। আপনি অবোধ, আপনার কথা অবোধ্য।

রাম। আপনি কি চান?

চিন্তা। প্রমাণ চাই। কিন্তু প্রমাণ করতে পারছেন কই? দেখুন গোবর্দ্ধন বাবু, মানবের চিন্তা প্রকাশ করবার চেষ্টাতেই ভাষার জন্ম। কিন্তু আমি যদি বলি ভাষাই মানবের চিন্তার কারণ—আপনি না করতে পারেন?

রাম। ভ্যালা মুস্কিল! আপনার মতলবটা কি বলুন তো।

চিন্তা। (নিজের তালে) পারেন না। কেন পারেন না? কারণ আপনার চিন্তাশক্তি নাই। বোধ শক্তির অভাব অতএব আপনি নির্ব্বোধ। বাক্য ও চিন্তা দুইই এক! বাক্য চিন্তার রূপ আর চিন্তা বাক্যের প্রাণ। কি আশ্চর্য্য! মনু এ বিষয় একটী চমৎকার শ্লোক লিখেছেন—

রাম। মশাই, পৃথিবীতে কি আর কেউ নেই যে আমার কাছে—

চিন্তা। আপনাকে শোনাতে চাই। দেশের লোককে উন্নত করতে হ'লে চিন্তা শেখাতে হ'বে। চিন্তা ক'রে সংক্ষিপ্ত ভাবে নিজেকে প্রকাশ করাই হ'ল দর্শন। দর্শন মানে দেখা।

রাম। আর দেখে কাজ নেই মশাই, আপনি দয়া ক'রে এবার বিদায় নিন।

চিন্তা। বিদায় কথাটা ভাল ভাবে বিশ্লেষণ করে দেখুন। আমরা বিদায় বলি কেন? দায় হীন হ'ল বিদায় অর্থাৎ যার কোন দায় নেই সুতরাং ভাবনা নেই এবং সেই কারণে চিন্তা নেই। কিন্তু আমার ইচ্ছা আপনি চিন্তা করতে শিখুন। আপনি অর্বাচীন, বুদ্ধিহীন।

রাম। যাও, যাও, এখুনি বেরিয়ে যাও।

চিন্তা। এখন এই জীবন এবং মৃত্যু সম্বন্ধে যে রহস্য রয়েছে

রাম। (হাত ধরে) বেরোও বলছি, যত সব ফাজিল চোঁড়ার দল—

চিন্তা। জীবন না হলে মৃত্যু এবং মৃত্যু না হ'লে জীবনের পরিমাপ—

[ধাক্কা দিয়ে বার করে দরজা বন্ধ করে দিয়ে এলেন]

রাম। কি মুস্কিলেই পড়েছি বাবা। যত সব আজে বাজে লোকের হাঙ্গামা। কেউ সাহিত্যিক, কেউ সিনেমা ডিরেক্টর, কেউ দার্শনিক। এবার কেউ এলে আর কখনও দরজা খুলব না।

[বাহিরে খট খট ধ্বনি]

রাম। (আপন মনে) খুলব না, কক্ষনও খুলব না। (চেঁচিয়ে) যাও খুলব না।

(নেপথ্যে) ও রামসদয়, একটু দরজাটা খোল, বিশেষ প্রয়োজন।

রাম। আমার নাম রামসদয় নয়, আপনি ভুল করছেন।

(নেপথ্যে) আমি শৈলেন, চিন্তে পারছ না।

রাম। শৈলেন ফৈলেন চিনি না। খুলব না, ব্যস্।

(নেপথ্যে) ভাই ভীষণ বিপদে পড়ে তোমার কাছে এসেছি, একবার খোল।

[(বাড়ীর ভেতর থেকে) ওগো শৈলেন ঠাকুরপো এসেছে। দরজা খুলছ না কেন ?]

রাম। অ্যাঁ, শৈলেন ! ওহে, দাঁড়াও, দাঁড়াও, খুলছি।

[প্রস্থান ও শৈলেন দাসগুপ্তর সঙ্গে প্রবেশ]

দাশগুপ্ত। দরজা খুল্‌ছিলে না কেন ?

রাম। আর ভাই সকাল থেকে যত সব ফককড় ছেলের দল খালি বিরক্ত করে মারছে, তাই দরজা বন্ধ ক'রে রেখেছিলুম। ওঃ, কি বিপদেই প'ড়ে ছিলুম। একজন বেমালুম বলে বসল, আমার নাম নাকি গোবর্দ্ধন বর্ম্মন।

দাশগুপ্ত। আমারও ভয়ানক বিপদ। গিন্নী তো কাঁদতে লেগেছে। বলে আমারই নাকি সব দোষ।

রাম। কি হয়েছে বলত' ?

দাশগুপ্ত। তা আমি কি করব বল ? আজ সকালে হঠাৎ গিন্নী ভয়ে নীল হ'য়ে এই চিঠিখানা এনে আমার হাতে দিলে। বেবীর পড়বার টেবিলে ছিল। আমি তখন ষ্টেলার স্পেকট্রামের কথা ভাবছিলাম। সব ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল।

রাম। দেখি চিঠিখানা।

[হাতে নিয়ে পড়তে লাগলেন]

ডার্লিং ফ্লোরা !

প্রিয়তমে, আজকে সাড়ে বারোটার ট্রেণে আমরা কলিকাতা ত্যাগ করব। তোমার গয়না, কাপড়-জামা, একটা ছোট সুট্‌কেশে নিয়ে

এগারটা নাগাদ হাওড়া ষ্টেশনে এস। আমি মার বাক্স থেকে শ' তিনেক টাকা যোগাড় করেছি। তোমার বিরহে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। তিন দিন তোমার সঙ্গে দেখা হয়নি। তোমার চিঠি পেয়েছি। হাতের লেখা যেন আমার দগ্ধ প্রাণে অমৃতের প্রলেপ বুলিয়ে দিয়েছে। এবার চিরদিনের মত তোমায় আমি কাছে পাব। ভুলনা! ইতি—

তোমার চরণাশ্রিত
"P"

(ঘড়ি দেখে) এখন এই সবে এগারটা বেজেছে। শৈলেন চল, এখনি হাওড়ায় চল'—

দাশগুপ্ত। যাবার সময় গিন্নীকে নিয়ে গেলে ভাল হ'ত। আমি এ সব ভাল বুঝি না। জীন্স বলেন—

রাম। তাঁর যা ইচ্ছে তিনি বলুন। চল আমরা বেড়িয়ে পড়ি। ওগো, দরজাটা বন্ধ করে দিও।

[প্রস্থান।

অষ্টম দৃশ্য

স্থান—হাওড়া ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম।

[ফ্লোরা পায়চারী করছে। বেঞ্চের উপর স্যুটকেশ রাখা।]

ফ্লোরা। এগারটা বাজল, কই এখনও এলেন না কেন? কিছু বিপদ আপদ হল নাকি, না ভয় পেয়ে গেলেন? কিছুই তো বুঝতে পারছি না। (অন্য-মনস্ক ভাবে পায়চারী করতে করতে হঠাৎ) ঐযে আসছেন—

[প্রেমময়ের প্রবেশ]

এত দেরী হল কেন ডিয়ার?

প্রেম। তোমার এতক্ষণ এ ধৈর্য্য আমার শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছে। টিকিট কিনতে দেরী হয়ে গেল। তারপর সব কাজ ঠিক গুছিয়ে করতে পেরেছ কি?

ফ্লোরা। ইয়েস।

প্রেম। ভয় করছে না তো?

ফ্লোরা। ও, নো! তুমি আমাকে চিকেন-হার্টেড ভাবছ কেন?

প্রেম। আমায় ক্ষমা কর প্রিয়ে। তুমি নারী অবলা সরলা, তাই প্রাণে ভয় হয়। এই সবে সাড়ে এগারটা, চল কিছু খেয়ে নেওয়া যাক।

[দুজনের প্রস্থান।

(গাহিতে গাহিতে এক কুলীর প্রবেশ)

দুনিয়া আজব হোয়
কোই করে কাম বিনা সোচে—
পিছে জীবন রোয়।
ইশক্ মে সব হো মতওয়ালা,
পাগল হো যায় নয় অওর বালা,
চিড়িয়া খেত্ চুগ্ জানে বাদ
পছতায়ে কা হোয়।

[রামসদয়, দাশগুপ্ত ও প্রভার প্রবেশ]

রাম। (কুলীকে) হ্যাঁরে, সাড়ে বারোটার ট্রেন কোন প্ল্যাটফর্ম থেকে ছাড়ে।

কুলী। এই পালাটফারম

[কুলীর প্রস্থান।

রাম। সাড়ে বারোটার ট্রেন এই প্লাটফরম থেকেই ছাড়ে। আমরা এইখানেই অপেক্ষা করি।

প্রভা। আমার কিন্তু ভারি ভয় করছে, কি জানি কি হবে। কেন মরতে মেয়েকে লেখাপড়া শিখতে দিয়েছিলুম।

দাশগুপ্ত। ডিয়ার, ডিয়ার, এডুকেশন না পেলে কি চলে। একটু কালচার দরকার।

রাম! এর নাম কি কালচার? শুধু পুঁথির পড়া মুখস্থ, তা ছাড়া কিছুই নয়। ওদিকে ছেলে মেয়েরা চাল শেখে, ঢং শেখে, উপরন্তু যত সব সিলি

রোম্যান্টিক ব্যাপার শেখে, যার না আছে মাথা না আছে মুণ্ডু। এ অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করীর চেয়ে মূর্খ থাকা ঢের ভাল।

[হাত ধরাধরি করে ফ্লোরা ও প্রেমময়ের প্রবেশ]

ফ্লোরা। আমাদের জীবন কাটবে নূতন সুরে, নূতন ছন্দে—

প্রেম। উঠবে প্রেমের উজান, যত ব্যথা, ব্যা…ব্যা—

[এঁদের দেখে দুজনেই স্তম্ভিত।]

ফ্লোরা। মাষ্টার মশাই—বাবা—

প্রেম। তাই তো বা—বা—

রাম। (এগিয়ে এসে প্রেমময়ের কাণ ধরে) ছুঁচো ছেলে—

প্রভা। (ফ্লোরার হাত ধরে টেনে) বাঁদর মেয়ে—

দাশগুপ্ত। কিন্তু আইনষ্টাইন এ বিষয় বলেছেন—

প্রভা। আবার সেই আইনষ্টাইন—

[ফ্লোরা মার মুখের দিকে ও প্রেমময় বাপের মুখের দিকে চেয়ে থাকা অবস্থায় যবনিকা পতন।]